গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	:	১০-০৯-২০১৭ খ্রিঃ, রবিবার বেলা ১১.৩০ টা
উপস্থিতি তালিকা	:	পরিশিষ্ট-ক

১.০. আলোচনা:

১.১. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কাজ করছে। এ খাতে সেবার মানোন্নয়নে দুর্নীতি নিরসনসহ সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬ এর ৮ম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা এবং উক্ত খাতে দুর্নীতি নিরসনে কয়েকটি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সুপারিশমালা বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এই সভা আহবান করা হয়েছে।

১.২. সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬ এর নিম্নোক্ত সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন:

(ক) প্রাইভেট প্রাকটিস ও ডাক্তারদের 'ফি' নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে;

(খ) সরকারি হাসপাতালে দালালদের দৌরাত্ম বন্ধ ও গণসচেনতা সৃষ্টি করার জন্য নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

(গ) ঔষধ ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে;

(ঘ) দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার এ পলিসির প্রিমিয়াম প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ প্রিমিয়ামের টাকাই ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন-ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রার্থী নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও চিকিৎসকের ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে এ পদ্ধতি সহায়ক হতে পারে;

(ঙ) উপজেলা/জেলা/স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমপ্লেক্স/মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতে কর্মরত ডাক্তারদের নিকট অপসন দিয়ে আত্মীকরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে আত্মীকরণ করে বিদ্যমান বদলি প্রথা সীমিত আকারে রহিতকরণ করা সম্ভব কিনা যাচাই করা যেতে পারে;

(চ) নাগরিকের মানসম্পন্ন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ছ) তরুণ চিকিৎসকদের ক্যারিয়ার তৈরীতে প্রয়োজনীয় প্রেষণা প্রদান করার, বিশেষ করে বিদেশে যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আওতায় ভারত, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য চুক্তি করা যেতে পারে; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১.৩. সভায় উপস্থাপিত সুপারিশমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

১.৪. সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক চিকিৎসা সেবা খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'চিকিৎসা সেবা আইন'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়ায় প্রাইভেট প্রাকটিস ও ডাক্তারের ফি নির্ধারণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৫. সভাপতি, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ 'চিকিৎসা সেবা আইন'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে পরামর্শক্রমে চমৎকার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন দ্বারা প্রাইভেট প্রাকটিস, ডাক্তারের ফি নির্ধারণ, চিকিৎসক, রোগী ও চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের বর্তমান নেতৃত্বের সাথে আলোচনাক্রমে এ আইনটি চূড়ান্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.৬. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন বলেন, চিকিৎসক, রোগী ও চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১.৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রণীত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উক্ত সুপারিশমালায় উল্লিখিত কার্যক্রমের মধ্যে ই-টেন্ডারিং, উপজেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়ন, চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.৮. সভাপতি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসি চালু করার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২.০. বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২.১. প্রাইভেট প্রাকটিস ও ডাক্তারের ফি নির্ধারণসহ সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের লক্ষ্যে 'চিকিৎসা সেবা আইন'-এর খসড়া চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খসড়াটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়:

(ক)	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)	সভাপতি
(খ)	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(গ)	সভাপতি বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন	সদস্য
(ঘ)	সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন	সদস্য
(ঙ)	সভাপতি, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ	সদস্য
(চ)	সাধারন সম্পাদক, স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদ	সদস্য
(ছ)	যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং)	সদস্য-সচিব

২.২ দেশের সকল সরকারি স্বাস্থ্য স্থাপনায় দালাল নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতি মাসে একবার গণশুনানির আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.৩ সকল ক্রয় কার্যক্রমে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

২.৪ দেশের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসি প্রবর্তন করার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রণয়ন করার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-কে অনুরোধ করা হয়।

২.৫ চিকিৎসকদের অপশন নিয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানে আত্মীকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান বদলী প্রথা সীমিত আকারে রহিতকরণের প্রস্তাব যাচাইক্রমে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

২.৬ মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণে উপজেলা ও জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে।

২.৭ তরুন চিকিৎসকদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অনুমতি প্রদান কার্যক্রম সহজতর করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-স্বাপকম/হাস-২/মপবি-১/৯৭/৯২৯ তারিখঃ ২৮/০৯/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশাসন/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল)।
৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ), বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), ঢাকা।
৮। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), (সকল)।
৯। সিভিল সার্জন, (সকল)।
১০। তত্ত্বাবধায়ক, জেনারেল/জেলা হাসপাতাল (সকল)।
১১। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং ই-মেইলযোগে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২৮/৯/২০১৭

(রেহানা ইয়াছমিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।